প্রথম আলো

# মিনোরির ফিরে যাওয়া

মনজুরুল হক, টোকিও থেকে | আপডেট: ০২:৩২, অক্টোবর ০৯, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

দেশে ফিরছে মিনোরি ইশিকাওয়া। তবে তাঁর এই ফেরা পূর্ব পরিকল্পনা কিংবা বাংলাদেশে সবকিছু দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া নয়। বরং তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। মাত্র মাস দুয়েক আগে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন জাপানে শেখা বাংলা ভাষা আরও ভালোভাবে রপ্ত করতে। ইচ্ছা ছিল বছর খানেক বাংলাদেশে থাকবেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষার ক্লাসে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলে ভাষার জ্ঞান আরও উন্নত করে নেবেন। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে জন্য একটি বৃত্তিও তিনি পেয়েছিলেন বাংলাদেশে এক বছর থাকা ও লেখাপড়ার খরচ মেটানোর জন্য। ওই বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ করে তাঁকে জানিয়েছে, বাংলাদেশে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায় তাঁর উচিত হবে বিলম্ব না করে জাপানে ফিরে যাওয়া।

মিনোরির জন্য একেবারে অপ্রত্যাশিত বার্তা সেটা ছিল না। কেননা, বাংলাদেশে জাপানি নাগরিক নিহত হওয়ার পর থেকে সতর্ক থাকা এবং বাইরে খুব একটা বের না হওয়ার নির্দেশ অন্যান্য জাপানির মতো তিনিও পেয়েছিলেন ঢাকার জাপানি দূতাবাস থেকে। তারপরও মাত্র শুরু করা ক্লাস ও বাংলাদেশের নতুন বন্ধুদের রেখে দেশে ফিরে যেতে তাঁর মন চাইছে না। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন, হঠাৎ ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর অনেক ঘটনার মতোই সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনার প্রভাবও হবে সাময়িক এবং জীবন আবারও ফিরে যাবে এর স্বাভাবিক গতিপথে।

হয়তো এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বার্তা পাওয়ার পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে মিনোরি তাঁর ফেসবুকের পাতায় লিখেছেন, ‘আমি জাপানে ফিরে যাব। বাংলাদেশে জাপানের মানুষ মারা গেছে। তাই আমার জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে নিয়ে চিন্তা করছে। আমাকে বলেছে, আপনি ফিরে যাবেন। কিন্তু আমি ফিরে যেতে চাই না। বাংলাদেশে আমার ভালো লাগে। আবার আমি এখানে আসব।’

খুবই সরল মনের অভিব্যক্তি। সন্দেহ নেই মিনোরির মনের সেই ভাবনা, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি জাপানের সাধারণ জনগণের ধারণার প্রকাশ যেন সহজেই ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের রংপুরের অদূরের এক গ্রামে দুর্বৃত্তদের হামলায় বর্ষীয়ান এক জাপানি নাগরিকের নৃশংসভাবে খুন হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষকে

দুষছেননা জাপানিরা। তাঁরা বলছেন না, বাংলাদেশের সবটাই হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে। কুনিও হোশির খুনের তদন্তে কোনো রকম অগ্রগতি না হওয়ায় জাপান উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশে এখন ব্যবসা, চাকরি, বিনিয়োগ ও অন্যান্য সূত্রে ১০ হাজারের বেশি জাপানি নাগরিক বাস করেন। তাই দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে জাপান সরকারকে অবশ্যই চিন্তা করতে হয়। অল্প দিনের ব্যবধানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সরকারকেই সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অগ্রসর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক।

জনসমর্থন হারানোর ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে আগ বাড়িয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার যে কোনো বিকল্প নেই, সরকার ও সরকারি দলের তা ভালোভাবে জানা আছে। আর ঠিক সে কারণেই একজন ইতালীয় ও জাপানের এক নাগরিক মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে অনেকটা একই স্টাইলে খুন হওয়ার পর জাপান এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশ সম্পর্কে সতর্কতার মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশে ঝুঁকির মাত্রা জাপান অবশ্য এ মাসের ৪ তারিখে ১ থেকে ২ নম্বরে উন্নীত করেছে, যার অর্থ হলো, একেবারে প্রয়োজন দেখা না হলে ওই দেশ ভ্রমণ বিরত রাখার সুপারিশ। সরকারের দেওয়া সেই পরোক্ষ ইঙ্গিত যে জাপানি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব ভবিষ্যতে হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে একই সঙ্গে সাম্প্রতিক এসব ঘটনায় পরোক্ষভাবে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাঁরা হলেন মিনোরির মতো বাংলাদেশের সঙ্গে মনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বিদেশিরা।

বাংলাদেশের মৌলবাদীরা দেশের আরেকটি ক্ষতি হয়তো করে থাকবে। তা হলো, জাপানের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে দূরে সরে থাকার একধরনের প্রবণতা তৈরি করে দেওয়া। জাপানের বেলায় বলা যায়, তরণদের মধ্যে দেশটি সম্পর্কে উৎসাহ মাত্র দেখা দিতে শুরু করেছিল। অধ্যাপক ইউনূস তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্য দিয়ে উৎসাহের সেই সলতে প্রথমবারের মতো জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা যে প্রদীপের আগুনকে করে দিয়েছে আরও কিছুটা উজ্জ্বল। সে রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাপানের বিখ্যাত একটি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক চার বছর আগে বাংলা ভাষার চার বছরের পূর্ণাঙ্গ স্নাতক কোর্স চালু করে। প্রতিবছর ১০ জনের মতো ছাত্রছাত্রী এখন সেই কোর্সে ভর্তি হয়ে বাংলা ভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়া করছেন। মিনোরি হচ্ছেন সেই দলের তৃতীয় ব্যাচের ছাত্রী। বলা যায়, ভবিষ্যতে এঁরাই আমাদের দুই দেশের মধ্যকার বিনিময়ে জাপানি পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সেদিক থেকে এঁদের মধ্যে ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশ সম্পর্কে দেখা দেওয়া উৎসাহের ইতিবাচক অনেক দিক রয়ে গেছে, যার বিকাশে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে আগামীর বিশ্বে

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখা আমাদের পক্ষেও সম্ভব।

এখন মনে হয়, দুঃখজনকভাবে সেই দুয়ার হঠাৎ করেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরও এটা হয়তো সাময়িক। কারণ মিনোরির মতো বাংলাদেশকে পছন্দ করে ফেলা জাপানিদের উপস্থিতি ফেলে দেওয়ার মতো নয় এবং তাঁদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তবে সাময়িক এই অসুবিধা দূর করতে হলে বাংলাদেশের সরকারকেই সবার আগে পদক্ষেপ নিতে হবে। আর সেই পদক্ষেপ হচ্ছে কেন, কীভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি খুন হয়েছেন, সে রহস্য উন্মোচন করে ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর হবে না, এমন একটা আশ্বাস জাপানকে দেওয়া।